শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কর্ত্তৃক দীক্ষাদান

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু নাকি শ্রীরূপকে প্রয়াগে এবং শ্রীসনাতনকে কাশীতে দীক্ষামন্ত্র দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত কথা নহে। প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্বেই রামকেলি-গ্রামে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রামকেলিতে প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বেই তাঁহারা স্ব-স্ব-গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিরাছিলেন; তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—"শ্রীরূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে। প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥ দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় সৃজিল। বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ। অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ২।১৯।২-৪।" রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া শ্রীরূপ-সনাতন স্বগৃহে গেলেন। গিয়া উভয়েই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইলেন—উদ্দেশ্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি। দীক্ষার পূর্ব্বে পুরশ্চরণের বিধি নাই; দীক্ষার পরেই শ্রীগুরুদেবের আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক পুরশ্চরণ করিতে হয়। "শ্রীগুরোর্মন্ত্রমাসাদ্য পুরশ্চরণকর্ম্মণি। দীক্ষাং কৃত্বা পুনস্তেনানুজ্ঞাতঃ প্রারভেত তৎ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৩॥" শ্রীরূপ-সনাতনের পুরশ্চরণের কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বেই তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। পুরশ্চরণের একতম ফল হইতেছে—বাঞ্ছিত লাভ; "কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্। হ, ভ, বি, ১৭।৪॥" শ্রীরূপ-সনাতনের বাঞ্ছিত বস্তু ছিল শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি; এই অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে—"অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ"—তাঁহারা পুরশ্চরণ করাইয়াছিলেন। দীক্ষাকালেই শ্রীগুরুর চরণ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; তজ্জন্য পুরশ্চরণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। মহাপ্রভুর চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্তই যখন শ্রীরূপ-সনাতন পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু তাঁহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন না, উপাস্যদেব ছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতনের দীক্ষাগুরু ছিলেন,—বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি; বৈষ্ণবতোষণীর প্রারম্ভে শ্রীপাদসনাতন নিজেই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। "ভট্টাচার্য্যং সার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্॥" ভক্তিরত্নাকরেও একথার উল্লেখ আছে। "শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি॥ মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে যাঁর স্থিতি॥ ভক্তি-রত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৪৩ পৃষ্ঠা॥" আর শ্রীপাদরূপগোস্বামীর দীক্ষাগুরু যে শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীই ছিলেন, শ্রীজীবের লেখার বহুস্থানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ আবার শ্রীপাদগোপালভট্ট-গোস্বামীকেও মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন; তাহাও প্রকৃত কথা নহে। গোপালভট্ট গোস্বামী ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য; শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মঙ্গলাচরণ হইতেই তাহা জানা যায়। "ভক্তের্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সন্তোষয়ন্ রূপসনাতনৌচ॥ ১ম বিলাস। ২।"

কেহ কেহ আবার স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শিখিমাহিতী এবং মাধবীদাসীকেও মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন। তাহারও প্রমাণ নাই। প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্ব হইতেই রায়রমানন্দ পরম-বৈষ্ণব, পরম-রসিকভক্ত; মহাপ্রভুর নিকটে সার্ব্বভৌমের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় (শ্রীচৈঃ চঃ ২।৭।৬১-৬৬)। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্ব হইতেই তিনি দীক্ষিত ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত চারিজনকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন। শ্রীচৈঃ চঃ ৩।২।১০৪॥" ইহার হেতু সম্বন্ধে ৩।২।১০৪ পয়ারের টীকায় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দেওয়া হইয়াছে।

মহাপ্রভু যে কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না; প্রমাণ কেন, ইঙ্গিত পর্য্যন্তও পাওয়া যায় না। তবে বহু লোকের মধ্যেই তিনি শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, বহু লোককে কৃপা

করিয়া প্রেমভক্তি দিয়াছেন—একথা সত্য। কিন্তু শক্তি-সঞ্চার এবং আনুষ্ঠানিক মন্ত্রদীক্ষা এক কথা নহে। মন্ত্রদীক্ষার ফলে শিষ্যের পক্ষে প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা জন্মিতে পারে সত্য; তথাপি কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা এবং প্রেমভক্তিদানও এককথা নহে। মন্ত্রদীক্ষা হইল একটী আনুষ্ঠানিক ব্যাপার—শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদির পরে যোগ্য গুরু-কর্ত্তৃক শিষ্যের কর্ণে ইষ্টমন্ত্রদানই হইল দীক্ষা। এইভাবে মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরে তপনমিশ্র তাঁহার নিকটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকেও দীক্ষা দেন নাই, হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। দক্ষিণাত্যে কি পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালেও প্রভু অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করিয়াছেন—কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা নহে, শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক হরিনামোপদেশ দ্বারা—প্রেমভক্তি দানের দ্বারা।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ সমষ্টি-গুরু হইলেও ব্যষ্টিগুরুর কাজ তিনি করেন না; তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না। যোগ্য ভক্তদ্বারা দীক্ষা দান করাইয়া থাকেন। "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখায় আপনে। শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৩০॥" ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণকৃপা ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ; তাই ভক্তরূপী ব্যষ্টিগুরুর প্রয়োজন। ধ্রুবের ঐকান্তিকতায় ভগবানের আসন টলিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি ধ্রুবকে যথার্থ কৃপা—ভক্তিদান—করিতে পারেন না; যেহেতু, ধ্রুবের ঐকান্তিক আহ্বানের মূলে ছিল বিষয়-বাসনা, পিতৃসিংহাসন-লাভের বাসনা; সেই বাসনার মূলোচ্ছেদ না হইলে ভক্তিরাণী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" পরমকরুণ ভগবান্ নিজেও ধ্রুবের চিত্ত হইতে এই বিষয়-বাসনা দূর করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করেন নাই। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের কৃপাতেই যে জীবের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি নারদকে পাঠাইলেন ধ্রুবের নিকটে; নারদ কৃপা করিয়া ধ্রুবকে দীক্ষা দিলেন; দীক্ষা দিয়া তাঁহার চিত্তের বিষয়-বাসনারূপ মলিনতা দূর করিলেন; তারপর ভগবান্ তাঁহাকে স্বচরণ দর্শন করাইলেন।

যাহাহউক, মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই—একথা বলাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, তিনি দীক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি দীক্ষার বিরোধী ছিলেন না; লৌকিক-লীলায় তিনি নিজেও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রদীক্ষাদান স্বয়ং ভগবানের কাজ নহে—ভঙ্গিক্রমে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই লৌকিক-লীলাতেও তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই।

———